বাংলার কণ্ঠ

তারিখ : 31 MAR 2015
পৃষ্ঠা : ১৪ কলাম : ৭

বিমল সরকার ▷

দেশে চিকিৎসাশিক্ষার মান ও স্বাস্থ্যসেবার হালহকিকত

২০১৫ সালের শুরুতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশে একই সঙ্গে ১১টি মেডিক্যাল কলেজের উদ্বোধন করেন। এর মধ্যে পাঁচটি সেনাবাহিনী পরিচালিত আর বাকি ছয়টি সরকারি মেডিক্যাল কলেজ। ২৯টির সঙ্গে নতুন ছয়টি যুক্ত হয়ে সরকারি মেডিক্যাল কলেজের সংখ্যা বর্তমানে ৩৫-এ দাঁড়াল। শোনা যাচ্ছে, সরকারের প্রতিটি জেলা সদরে একটি করে মেডিক্যাল কলেজ এবং বিভাগীয় শহরে একটি করে মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। ইতিমধ্যে গত ২৩ মার্চ অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে দুটি মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। দেশের চিকিৎসাশিক্ষার প্রসার ও অগ্রগতি কিংবা সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের এসব কর্ম এবং পদক্ষেপ গ্রহণকে আপাতদৃষ্টিতে খুবই ইতিবাচক বলে ভাবা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে কিছুটা পেছনে ফিরে তাকানো যাক।

বাংলাদেশ তথা ভারতীয় উপমহাদেশে আধুনিক শিক্ষার প্রচলন করে ইংরেজরা। উচ্চশিক্ষারও গোড়াপত্তন করেছে তারাই। কম্পানির কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার ১০০ বছর পর ১৮৫৭ সালে কলকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বে এ তিনটি প্রেসিডেন্সি টাউনে পৃথক তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তবে শুরুতে সাধারণ উচ্চশিক্ষার চেয়ে চিকিৎসাশিক্ষার প্রতি ইংরেজরা অধিক গুরুত্ব দেয়। তাই এ তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আগে চিকিৎসাশিক্ষার লক্ষ্যে কম্পানি সরকার ১৮৩৫ সালে স্থাপন করে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ। এটি কেবল অবিভক্ত বাংলা নয়, বার্মাসহ (মিয়ানমার) গোটা উপমহাদেশের মধ্যে প্রথম মেডিক্যাল কলেজ। বার্মা তখন ভারতের অন্তর্ভুক্ত। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় ইংরেজদের ভারত ত্যাগের ঠিক আগ মুহূর্তে, ১৯৪৬ সালে। এর আগে পূর্ববঙ্গের জনসাধারণের কাছে চিকিৎসাশিক্ষার জন্য অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী একমাত্র প্রতিষ্ঠান ছিল কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ। সুদীর্ঘ ১১১ বছরের ব্যবধানে ঢাকায় মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হলে (ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ) এটিকে কেন্দ্র করে এ অঞ্চলের অধিবাসীদের মনে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা ও প্রাণচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

১৯৭১ সালে স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশের সময় আমাদের দেশে সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ছিল মোট আটটি। বাকি সাতটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পাকিস্তান আমলে। ১৯৯০ সাল পর্যন্ত ২০ বছরে নতুন আরো দু-একটি সরকারি মেডিক্যাল কলেজ এ তালিকায় যুক্ত হয়। নব্বইয়ের দশকে বেসরকারি পর্যায়ে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের অনুমতি দেওয়া হলে স্থানে স্থানে বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন শুরু হয়। বর্তমানে দেশে সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে ১০০টির মতো মেডিক্যাল কলেজ রয়েছে। এগুলোর মধ্যে ৩৫টি সরকারি এবং বাকিগুলো বেসরকারি। বলাবাহুল্য, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সরকারি ও বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। এ ছাড়া রয়েছে একটি সরকারি ডেন্টাল কলেজ ও ৯টি ডেন্টাল ইউনিট এবং ১২টির বেশি বেসরকারি ডেন্টাল কলেজ। অন্যদিকে চিকিৎসা বিষয়ে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯৯৮ সালে চালু করা হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ)। দেশের প্রথম এই মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়টির সঙ্গে সম্প্রতি অনুমোদনপ্রাপ্ত চট্টগ্রাম ও রাজশাহী মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় দুটিকে যুক্ত করলে সরকারি মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়ায় তিন-এ।

আমাদের দেশে সরকারি যেমন-তেমন; বেশির ভাগ বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের প্রতিষ্ঠা, শিক্ষাদান, পরীক্ষা গ্রহণসহ নানা কর্মকাণ্ড নিয়ে আলোচনা-সমালোচনার কোনো শেষ নেই। খুবই আকস্মিক ও অপরিকল্পিতভাবে অনেকটা ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য নিয়ে এগুলো তৈরি করা হয়েছে। হাতে গোনা দু-চারটি ছাড়া বাকি সব বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজকে ঘিরে চিকিৎসাশিক্ষা বাণিজ্যের যে হাট বিস্তৃতি লাভ করেছে, তা আমাদের অন্তঃসারশূন্যতার কথাই বারবার মনে করিয়ে দেয়।

রাজধানী ঢাকা ও অন্যান্য বড় বড় শহরে ১৯৯১ সাল থেকে এই যে বেসরকারি এতগুলো মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হলো, তা কতটুকু প্রয়োজন আর পরিকল্পনামাফিক হয়েছে, এসব প্রশ্নকে কোনোক্রমেই উপেক্ষা করা যাবে না। এ ধরনের একেকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের বিষয়টিকে যখন হঠাৎ যেখানে সেখানে ব্যাঙের ছাতা গজিয়ে ওঠার সঙ্গে হরহামেশা তুলনা করা হয়, জানি না উচ্চশিক্ষা দেখভাল ও পরিচালনার সঙ্গে সরাসরি জড়িত কিংবা নীতিনির্ধারণকারী কর্তাব্যক্তিরা লজ্জা বা বিব্রত বোধ করেন কি না। গত ৪৪ বছরে, বিশেষ করে ১৯৯০ সালের পর আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষা দানোপযোগী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেড়েছে উল্লেখযোগ্য হারে। এ ক্ষেত্রে দুই যুগ ধরে পৌনঃপুনিকভাবে ক্ষমতায় থাকা আওয়ামী লীগ ও বিএনপিদলীয় সরকার যেন একটি অঘোষিত প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়।

সরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলোর অবস্থাই কি সন্তোষজনক? একবার দেশের সেরা একটি সরকারি মেডিক্যাল কলেজ নিয়ে পত্রিকায় একটি খবর প্রকাশিত হয়। 'ফেল আতঙ্ক : প্রফেশনাল পরীক্ষায় ১৬০ জনের মধ্যে অংশ নিচ্ছেন মাত্র একজন' শিরোনামের খবরটিতে উল্লেখ করা হয়, এমবিবিএস ফাইনাল পরীক্ষায় ১৬০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে অংশ নিচ্ছেন মাত্র একজন। এর এক বছর পর একই সরকারি মেডিক্যাল কলেজটি আবারও পত্রিকার শিরোনাম হয় : 'এমবিবিএস পরীক্ষা—৭২% শিক্ষার্থী অংশ নিচ্ছে না'। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ডা. রশীদ-ই-মাহবুব বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) এক সেমিনারে বক্তৃতা দানকালে একবার বলেছিলেন, 'রাজনৈতিক চাপে মেডিক্যালে এমন অনেক ছাত্রছাত্রীকে পাশ করানো হয়, যারা তাদের নেতা-নেত্রীর নাম ছাড়া আর কিছু বলতে পারে না।'

বেশির ভাগ বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের অবকাঠামো, লেখাপড়ার পরিবেশ ও সুযোগ-সুবিধা, শিক্ষার্থী ভর্তি, পরীক্ষাসহ যাবতীয় কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা-সমালোচনার যেন শেষ নেই। দুঃখজনক হলেও সত্য যে চিকিৎসাশিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার মানের বিষয়টি দায়িত্বশীল কারো কাছেই কখনো গুরুত্ব পায়নি। আমরা সবাই বলতে গেলে স্রোতের অনুকূলে গা ভাসিয়ে দিয়ে একে একে ৪৪টি বছর পার করে দিয়েছি। চিকিৎসাশিক্ষা কিংবা চিকিৎসাসেবার এতগুলো ঐতিহ্যবাহী ও খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠান থাকা সত্ত্বেও আমরা আত্মনির্ভরশীল হওয়া তো দূরের কথা, এ দীর্ঘ সময়ে এ ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের ন্যূনতম আস্থাটিও বোধ করি অর্জন করতে পারিনি। আর এ কারণে চিকিৎসাশিক্ষা বা চিকিৎসাসেবা দানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে কেন্দ্র করে বলতে গেলে প্রতিনিয়ত সংঘটিত হচ্ছে নানা অবাঞ্ছিত, অনভিপ্রেত ও দুঃখজনক ঘটনা। দেশে স্বাস্থ্যসেবার এত সব উদ্যোগ-আয়োজন থাকা সত্ত্বেও রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি, রাজনীতিক, ব্যবসায়ী ও অন্য সামর্থ্যবানসহ বিপুলসংখ্যক মানুষ স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য যে ঘন ঘন বিদেশে যাতায়াত করেন, সেটাও মূলত অনাস্থা, অবিশ্বাস ও সন্দেহের কারণেই। চিকিৎসা যেমন-তেমন, এটা কেমন কথা যে দেহে কোনো রোগবালাই আছে কি না, তা শনাক্ত করতেও বিদেশের হাসপাতালগুলোর শরণাপন্ন হতে হবে? তাই জেলায় জেলায় মেডিক্যাল কলেজ ও বিভাগে বিভাগে মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনেরও আগে নিজেদের প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষা ও সেবার মান নিশ্চিত করা কিংবা বাড়ানোটা আজ বোধ করি জরুরি হয়ে পড়েছে।

লেখক : কলেজশিক্ষক
bimalsarker59@gmail.com